প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক : ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯।১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬

সূ চী প ত্র

ভিয়েতনামের কবিতা

বন্ধু কালীসাধন দাসগুপ্তকে

পূর্বপক্ষ

ছেলেপুলেগুলোকে থামাও তো !
ওঃ সারাটা দিন যা গেছে।
এখন একটু গড়িয়ে নিই।

কী গেল ? পাথরের সেই পুরনো মূর্তিটা ?
ইস্, ভেঙে-ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না।
এখনকার যে কী হাওয়া !

একটু গড়িয়ে নিই।
ওঃ সারাটা দিন যা গেছে !

মাঠে ধান রুয়েছি, পুকুরে চারামাছ।
জল হাওয়ায়, একটু রও, হানফান করে বাড়বে-
তারপর বায়না করে আনব
গাওনা-বাজনার দল।

ওঃ সারাটা দিন যা গেছে

হাতে ওদের খেলনা দাও।
কানে তালা ধরে গেল ওদের চিৎকারে।

বাবাজীবনেরা, ঘরে শান্ত হয়ে বসো—
সাপ আছে, শাঁখচুন্নি আছে
অন্ধকারে যেতে নেই।

চোখের পাতা দুটো বন্ধ করে
ভালো করে দেখতে হবে
হা-ঘরে হা-ভাতেদের জন্যে কী করা যায়।

সারাদিন যা গেছে,
একটু গড়িয়ে নিই॥

উত্তরপক্ষ

১

বাবা বলেন, যখন হবার
আপনিই হয়,
আসল ব্যাপার
সময়।

বাবা বলেন, সবার আগে
জানা দরকার
স্রোতে লাগে
কখন জোয়ার,
কখনই বা ভাঁটা।

বাবা বলেন, এমনি ক'রে
সারা রাস্তা ধৈর্য ধ'রে
মড়া টপ্‌কে
মড়া টপ্‌কে হাঁটা।

বাবারা যা বলেন তা কি ঠিক ?
এও ভারি আশ্চর্য,
গা বাঁচাবার নাম দিয়েছেন সহ্য।
বাবাদের ধিক্
বাবাদের ধিক্
বাবাদের ধিক্।

২

আমাদের প্রাণভোমরাগুলো বড় বড় খোলের মধ্যে ভ'রে
সরু সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ;
আমরা অপেক্ষা করে আছি
মাথার ওপর বহ্নিমান হয়ে আকাশ কখন ভেঙে পড়বে।
এখন যে যতই সাফাই গাক্
হাত-ধোয়া নোংরা জল আমাদের চোখের ওপর দিয়ে
গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।
বইতে পা লেগে গেলে আগে আমরা কপালে হাত ছোঁয়াতাম,
গায়ে পা ঠেকলেও এখন আমরা প্রণাম করি না ;
এমন কাউকেই আমরা দেখছি না
যার সামনে হাতজোড় ক'রে দাঁড়াতে পারি।
সরু করে বানাচ্ছি প্যাণ্ট
যাতে হাঁটু গেড়ে বসতে না হয়,
যাতে সারা দুনিয়াকে আমরা ভালো করে পা দেখাতে পারি।
আর শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেব বলেই
আমাদের জামায় ফুল-লতা-পাতা কাটার ফৌজী ব্যবস্থা।
কেউ আমাদের আদর করে ভোলাতে এলে
আমরা কাঠপুতুলের মত ঠিক্‌রে উঠি।
কানাকে কানা বলতে, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে
আমাদের মুখে একটুও আটকায় না।
ভদ্রতার মুখোশগুলো আমরা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছি,
কাউকেই আমরা নকল করতে চাই না।
যা বলবার আমরা জোর গলায় বলি,
শব্দ আমাদের ব্রহ্ম।

বাঁধা রাস্তায় পেটোর পর পেটো চম্‌কাতে-চম্‌কাতে
আমরা হাঁক দিই।
আমাদের আওয়াজে বাসুকি নড়ে উঠুক॥

সামনের স্টপে

সামনের স্টপেই আমি নেমে যাব।
হয়ত তারপর
এ-বাস আলো করে কেউ উঠবে।
হয়ত
খুব মজার কিছু ঘটবে।

যেমন করে আমি উঠেছি
ঠিক তেমনি ক'রে
দুই কনুই দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে
আমি নেমে যাব।

গেটের কাছে একটু দাঁড়িয়ে
আমি যদি বলতে চাই :

'মশাইরা, আমাকে মাপ করবেন—
ভিড়ের মধ্যে আমি যাঁদের পা মাড়িয়েছি—

লোকে নির্ঘাৎ
ঘাড় ধরে আমাকে নামিয়ে দেবে।

তখন হাতের টিকিটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে,
আমি বলতে চাই না,
তবু আমাকে বলতেই হবে, 'বাঁচলাম' ॥

পাখির চোখ

আমি মুখ ভার করে ছিলাম—
এখন
ঘাড় টান করে উঠে দাঁড়িয়েছি।

আমার হাত উঠছিল না,—
এখন
আমি টান টান করে বাঁধছি
গাণ্ডীবের ছিলা।

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাইবন্ধুদের মাথা ;
পেছনে
আততায়ী আমার ভাই।

হে সারথি,
রথ এইখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো।

আকাশ নয়,
গাছ নয়—
পাখির চোখ ছাড়া
আমি যেন আর কিছুই না দেখি

গাও হো

রেখে গেলে পথ
কঠিন ফলকে
এঁকে দিয়ে পদচিহ্ন।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

নদী পর্বত
পরিখা প্রাকার;
গ্রামে বন্দরে গুহা-কন্দরে
ওঠে হুঙ্কার।
শত্রুর টুঁটি ছেঁড়ে কোটি কোটি
তোমারই জাগানো সিংহ।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

মুক্তিযুদ্ধে দেখালে ভিয়েতনামের বিশ্বরূপ
হাতে হাতে দিলে তুলে
বুকের রক্তে ভেজানো রঙের তুরুপ।
সারা দেশ জাগে
আজ অতন্দ্র পাহারায়—
ভালবাসা কাছে টানে মৃত্যুকে সোহাগে
জীবনকে আজ কে হারায়?
ঘৃণার বজ্রে দেখ শত্রুর শিবির ছিন্নভিন্ন।
হো চি মিন! হো চি মিন, হো!

ভাবতে পারছি না

চারদিকে
হিস্ হিস্ করছে সাপ ;
সারা গায়ে
দংশনের জ্বালা।

এখন আমি ভাবতে পারছি না
মাঠটা পেরোলেই নদী
নদীর ধারে ঠাণ্ডা হাওয়া ;
আর পেছন থেকে দৌড়ে এসে কে ছোট্ট ছোট্ট নরম হাতে
আমার চোখ টিপে জানতে চাইবে,
বলো তো কে ?

আমি ভাবতে পারছি না
কেননা চারদিকে
হিস্ হিস্ করছে সাপ ;
আমার সারা গায়ে
এখন দংশনের জ্বালা

ল্যাং

ডান কানটা বিগ্ড়ে গেলেও
বাঁ কানটা আছে
তাইতে ধরছি কে এবং কী
ছাড়ছে ধারে-কাছে—

'আপনি, মশাই, গেছেন বদ্‌লে
বদ্‌লে গেছেন, ছি ছি।

আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ।

'ইনাম পেয়ে জাহান্নামে
গেছেন, বলব কী আর—
প্রগতির লোক ছিলেন আগে
এখন প্রতিক্রিয়ার।

'ফুল্‌কি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।'

হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাডাং ড্যাং ॥

দূরত্বে

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পেতে চাই
চিঠি লেখার দূরত্বে,
যেখানে
আমার কথাগুলো আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে
তোমার কাছে যাবে।

আর
আমি তাদের ফেরবার অপেক্ষায়
কেবলি ঘর-বার করব
কেবলি ঘর-বার করব।

তারপর
একদিন কড়া নাড়ার শব্দে
দরজা খুলে দেখব
আমার নাম-ঠিকানায় কারা যেন দাঁড়িয়ে-

তাদের একটিও
আমার চেনামুখ নয় ॥

এ ও তা

ক'রে রেখেছি বায়না
একটি হাত-আয়না
ইচ্ছেমত নাড়ব চাড়ব
যা নড়ানো যায় না।

হব যখন ছাঁটাই
পেতে বসব চাটাই
মনের ঘুড়ি প্যাঁচ খেলবে
সুতো ছাড়বে লাটাই।

কেটে কেবল ভেংচি
খালি করেছি বেঞ্চি
খানিক পরে চেয়ে দেখি
টানছি নিজের ঠ্যাং, ছি !

বলিহারি

লিখি নি যে, কারণটা তার
নয় কো দুর্বোধ্য
জানলে লেখা যায় না কি আর
রোজ দুচারটে পদ্য ?

সাধ ক'রে না-লেখার দলে
হতে চাই নি একক
কলম ঠেলি খেলার ছলে
আমি নই ঠিক লেখক।

আপনি জেতেন বাগিয়ে লেখা,
আমি অবিশ্যি হারি
কেল্লা ফতে করেন একা
সাবাস, বলিহারি ॥

দুয়ো

১

আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই
যে,
সারাক্ষণ হাসতেই থাকব !

আমার মুখে তো চোঙ লাগানো নেই
যে,
সারাক্ষণ গাঁক গাঁক করব !

আমার তো হাতে কুষ্ঠ হয় নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো ক'রে রাখব।

২

জামার নিচে পৈতে আর আস্তিনের তলায়
তাবিজ ঢেকে
এক নৈকষ্য কুলীনের ছাঁ
আমাকে পরিষ্কার বোঝাল
দুনিয়াটাকে কিভাবে বদলাতে হবে॥

বাঘবন্দী

রাস্তায় কিছু একটা হলেই
আমি বাইরে আসি ;
আমার মন বলে, এইবার—
হ্যাঁ,
ঠিক এইবার সব কিছু বদলাবে।

আমি খোঁজ নিই
কোন্ মিছিল কোন্‌দিক থেকে আসছে,
আমি কান খাড়া করে শুনি
কার কী আওয়াজ।

তারপর আবার সব চুপচাপ।
শুধু শুনতে পাই
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ,
রাস্তায় শালপাতাগুলো
হাওয়া লেগে ছটফট করে।

যখন সিনেমা-ভাঙার যাত্রীদের ট্যাঁকে গুঁজে
রাত্রের শেষ ট্রাম
ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গুম্‌টিতে ফেরে—

ময়দানের খুব কাছ থেকে
বন্দী বাঘ খাঁচার মধ্যে ডেকে ওঠে ॥

বাইরে থেকে ভেতর

জল
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে
জানলায়

ঝাপসা কাঁচ
হাত দিয়ে
থেকে থেকে মুছে দিই।

ভেতর থেকে যখনই আমি বাইরে তাকাই
দেখি
কেউ তার নিজের আকারে নেই

দেখি
সমস্তই নড়ে নড়ে যাচ্ছে
নিজের জায়গায় কেউই স্থির নয়

আমি এবার বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে
বাইরে থেকে
ভেতরটাকে দেখতে চাই ॥

ছুটির গান

ছুটি আমার ছুটি
বাজলে ভোঁ—
হাত ধোবো
আল্‌গা ক'রে মুঠি।

ছুটি আমার ছুটি।
বাঁধে যে ভিড়
স্বপ্নে নীড়
তারই ডাকে জুটি।

ছুটি আমার ছুটি।
রইল ছক
যা হয় হোক
চেলে দিয়েছি ঘুঁটি।

ছুটি আমার ছুটি।
তুলব ঘাড়
নামাব ভাড়
বলব, বন্ধু উঠি।

ছুটি আমার ছুটি।
টলবে পা
আরামে আঃ
বুজব চোখদুটি।

ছুটি আমার ছুটি।
ফিরে যা তৃষ্ণা
যা, পিছু নিস্‌ না
ফিরে যা রে হিংসুটি॥

ছাই

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই এত বড়টা হয়েছি
এখন আর আমার
কিছুতেই কিছু হয় না

বলিহারি আক্কেল
আজকালকার সাজোয়ান ছোকরাদের

আমার পাশে বসে একজন
ঘটাং ঘট্ ঘটাং ঘট্
প্রাণপণে চাইছে
বাসের জংধরা জানলাটা নামাতে

ভয়
পাছে বৃষ্টির ছাট লেগে
টস্‌কে যায়

ওর ইচ্ছে
একদিকে একটা হাত আমিও লাগাই
তাহলে তাড়াতাড়ি হবে

দেখেও কিছু না দেখার ভাণ ক'রে
গ্যাঁট হয়ে
আমি দিব্যি বসে রয়েছি

দেখলে হে, দেখলে—
আজকালকার ছোকরাদের গোঁ!
জানলাটা বন্ধ ক'রে তবে ছাড়ল॥

বৃষ্টির বেবাক জল
এখন সেই বন্ধ জানলার শার্সিতে
কেবল তড়পাচ্ছে

ভাবখানা
যেন বাইরে গেলেই
আমাকে একহাত দেখে নেবে

ছাই।

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমি এত বড়টা হয়েছি
এখন আর আমার
কিছুতেই কিচ্ছু হয় না ॥

কে যায়

১

কেউ যায় না

শুধু জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সব কিছুই
জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সকলেই

থাকে।

দেখ বাপু, আমি এসেছিলাম
এই পুরনো জায়গায়

সাদা চুলে
শেষবারের মতো একবার
মিলিয়ে নিতে

ছেলেবেলার ছবিগুলো।

যেদিকেই তাকাই
জানলাগুলো
পর্দা দিয়ে ঢাকা ।

ভেতরের একটা চেনা মুখও
বাইরে
আমার নজরে আসছে না।

রেলিঙের আগুন-রঙের শাড়িগুলো
পাট ক'রে
আলনায় তোলা।

রাস্তায় মাঞ্জা-দেওয়া সব সুতোই
এখন
লাটাইতে গোটানো।

দূর হোক গে —

২

পাখি উড়ে গেছে।

উড়ে গেছে আলোর নীল পাখিটা
তাই মুখ কালো ক'রে
অভিমানে

দেয়ালে ঠিক্‌রে আছে
মরচে-ধরা লতাপাতায়
লোহার বাসরে
শূন্য খাঁচা।

আলোর নষ্টনীড়ে উধাও
মই কাঁধে উধাও
বুড়ো বাতিওয়ালা।

হায়, উড়ে গেছে নীল পাখিটা ॥

৩

দরজা থেকে এক দৌড়ে
একেবারে
মট্‌কায় উঠে গেছে সিঁড়িটা

(যেখানে পায়রার খোপ,
যেখানে তুল্‌সির টব)
আবার নাচতে নাচতে এক দৌড়ে
দোরগোড়ায়

যেখানে ঠিক তার পায়ের কাছে
ভয়ঙ্কর ভারি লোহার ঢাক্‌নায়
দম-বন্ধ-করা
সুড়ঙ্গের হাঁ-মুখ

ডাকতে গিয়ে
দরজা থেকে আমাকে ফিরে আসতে হল-
পুরনো দিনের সঙ্গীদের নাম
এখন আর
কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না ॥

৪

তাছাড়া এও এক মজা মন্দ নয়—

একদিন যেখানে ঘেরাটোপে
কলেজের বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামত
জজ সাহেবের নাতনি

সেখানে তিন জোয়ান তিন ধিঙ্গি
গল্পে গল্পে
পাড়া মাথায় করে নিয়ে চলেছে।

আমাদের কবরেজ মশাই গো—
বৈঠকখানার ফরাসবিছানা তুলে দিয়ে
তাঁর নাতিরা খুলেছে
ঠিকেদারের কেতাদুরস্ত আপিস,

আর তার কত রকমের হাম্বাই।
মুখোমুখি আয়না বসিয়ে
হাফ-দরজায়
চুলছাঁটার সেলুন

গোয়ালঘরে ছাপাখানা
উঠোনে লেদ

হরিসভার কানে তালা ধরিয়ে
টাইপ শেখার ইস্কুল—

ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে হে দুনিয়া ॥

-৫

যারা ভুলে গিয়েছিল—
তারা এখন
মোমবাতিগুলো ফুঁ দিয়ে নেভাচ্ছে

তার মানে
এ-গলি একটু আগে
অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছিল।

ছাপাখানার চাপযন্ত্রে
গম-ভাঙার কলে
চারিদিকে আবার সব
গমগম করছে।

তার মানে
একটু আগে এলে

এক নিষ্প্রদীপ নৈঃশব্দ্যে

আমি দেখতে পেতাম
মাথার ওপর
অনন্তনীলচক্র

কান পাতলে শুনতে পেতাম
উৎসে ফিরে যাবার
ছলাৎছল শব্দ।

আমি পেছন ফিরতেই
কোথাও গনগনে আঁচে
কিছু একটা সাঁতলাবার আওয়াজে

হঠাৎ এ-গলির বুকটা
ছাঁৎ করে উঠল ॥

জল আসুক

১

সারাদিন গুম হয়ে থাকার পর
আকাশের মুখের ভাব
বদ্‌লে গেল—

এবার
যেন একটা কঠিন সংকল্পে
মন বেঁধে নিয়েছে।

সভায় কোনো বেআইনি দলের
অতর্কিতে ছুঁড়ে-দেওয়া
উত্তেজক ইস্তাহারের মতন

শূন্যে
ভর দিয়ে দিয়ে
নামছে

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না
জানলার গরাদের ওপারে
কিসের
ফিস্‌-ফাস্‌ ফিস্‌-ফাস্‌ শব্দ।

থেকে থেকে
ঠাণ্ডা, এলোমেলো হাওয়া।

যেন কিছুর অপেক্ষায়
পর্দাটা
সেই কখন থেকে
কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছে

২

হে জলের দেবতা
তুমি কোথায়?

লোকে অবলীলাক্রমে হেঁটে পার হচ্ছে নদী—
আমাদের পুকুরগুলোতে পাঁক;
কুয়োর এই ঘোলা জল,
হে দেবতা,
আর যে আমরা মুখে দিতে পারছি না।

তোমার পায়ে পড়ি, এই মোড়লগুলোকে নাও।
একে ওরা মুড়িয়ে খাচ্ছে,
তার ওপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমাদের রাখছে না।

বরং পাঠিয়ে দাও কিছু বেবুন।
আমরা ওদের নুনজল খাইয়ে তৃষ্ণার্ত করলে
ওরা ঠিক জল বার করবে।
মাটি থেকে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে কন্দ।

হে জলের দেবতা,
তুমি কোথায়?

এই ভাই

দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই ভাই,
আমাকে একটু পাশ দিন
বেরিয়ে যাই।

বেরিয়ে
কোথায় যাব ?

বনে দাবানল ;
খোলা হাওয়া কোথাও
নেই, কোথাও
নেই।

মাথার ওপর খাড়া ঝুলিয়ে
শূন্যে
অহর্নিশ
শূন্যে
অহর্নিশ
পাক দিচ্ছে প্রলয়।

আর পাথরের দেয়ালে
পিঠ
ক্ষতবিক্ষত ক'রে

আমরা এ ওকে
সে তাকে
নখ দিয়ে খুঁড়ছি

দিন রাত খুঁড়ছি

দিন রাত খুঁড়ছি

রাতদিন খুঁড়ছি॥

এক অস্থায়ী চিত্র

বাঁশির শব্দে

সবুজ আলোয়

আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন।

প্ল্যাটফর্মের খালি বেঞ্চে, মনে করুন, আপনি একা

বসে বসে

শুধুমাত্র দেখছেন।

সামনেই

যেখানে যার থাকার কথা

নিজের নিজের জায়গায়

কেউ নেই

কাছের মানুষ

মায়া কাটিয়ে

চলেছে দূর পাল্লায়।

তাকিয়ে দেখুন,

এক মুহূর্তে সমস্ত মুখ

ভিড় করেছে জানলায়—

বুকের কাছে ফুলের গুচ্ছে

নড়ছে কাছে-থাকার ইচ্ছে

ওঠানো হাত বিদায় নিচ্ছে

রুমাল উড়ছে
রুমাল উড়ছে।
হঠাৎ—

দাঁড়িয়ে গিয়ে
স্টেশনের সেই স্থিরচিত্র নড়িয়ে দিল
ট্রেন।

টেনেছিল
নিশ্চয় কেউ চেন।

আপনি তখন তাকিয়ে দেখছেন—

থেমে যাওয়ার এ-বিকৃতি
ধুলোয় ফেলে দিয়েছে স্মৃতি
খুঁজছে সবাই
পরস্পরকে ফেলে পালানোর

তবেই দেখুন,
সময়মত যাওয়ার মধ্যেই জীবনের সৌন্দর্য॥

এইও

১
আমি তখন ঘাড় হেঁট ক'রে
কুয়োর স্থির জলে
নিপুণ হয়ে দেখছিলাম
নিজেকে।

ছায়া থেকে স্মৃতি
স্মৃতি থেকে স্বপ্নে
আমার চোখ্
আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এল।

আরেকটু হলেই আমি কিন্তু
আমার ছায়াসমেত তলিয়ে যেতাম।

দেখতে গিয়ে
কখন
নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম
বুঝি নি।

বুক টান ক'রে
এখন
আমি উঠে দাঁড়িয়েছি।
আমার চোখ জড়িয়ে গিয়েছিল ;
খুলে নিয়েছি।

চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরাতেই—

আমার গোচরে
এখন
সমস্ত চরাচর ;
সারা পৃথিবী
এখন আমার নজরবন্দী॥

২

রংচঙে ফানুসগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে
আমাদের মাথার ওপর
ঝোলানো হচ্ছে খাঁড়া—

এইও!
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

পড়ো-পড়ো দেয়ালগুলোতে
নতুন পলেস্তারা লাগিয়ে
ভাড়াটেদের অভয় দেওয়া হচ্ছে—

এইও!
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

দলের ভেতর দল পাকিয়ে
গদি দখলের গুজগুজ ফুসফুস—

এইও!
আমি সব দেখতে পাচ্ছি।

এবার আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে
সব
নড়িয়ে-চড়িয়ে তোলপাড় ক'রে
নিজের ছায়াটাকে পৃথিবীর গায়
ঢেলে সাজব॥

তাঁর ইচ্ছেয়

যাও, ঠুক্‌রে দাও।
আমি ঘাড় নাড়তে নাড়তে
ঠুক্‌রে দিয়ে এলাম।

বলল :
যাও, খুব করে শুনিয়ে দাও।
কে কার কে
কে কার কে

লাল ঝুঁটি নেড়ে নেড়ে
আমি যা ইচ্ছে তাই শুনিয়ে দিলাম

তারপর আমার গলাটা ধ'রে
আড়াই পোঁচে
শরীরটা থেকে আলাদা ক'রে
বলা হল : বহুৎ আচ্ছা,
এবার নাচো।

মাটির ওপর সমানে ধুলো উড়িয়ে
নাচতে লাগলাম
ঝটপট ঝটপট !

সব তাঁরই ইচ্ছেয় ॥

খেলা

খেলাটা যাদের কাছে জুয়ো—
তারা
কেউ দেবে দুয়ো,
কেউ বলবে,
'সাবাস, সাবাস ! বলিহারি !'

বাঁশি বাজলে
দৌড়ে এসে বল কুড়োবে
জাল গোটাবে মালী।

যদি হারি
আমি তাঁবু পোড়াতে ছুটব না–

খেলার আনন্দে
দেব
সশব্দে হাততালি॥

এমনি ক'রে

এমনি ক'রে যায় দিন
এমনি ক'রে যায়

ডাইনে-বাঁয়ে বাঁধ দিয়ে
নদী
রাখতে পারে নাকো ঢেউ
একটিও বজায়।

এমনি ক'রে দিন যায়
এমনি ক'রে দিন।

তার চেয়ে সহৃদয় কেউ
ডাইনে-বাঁয়ে
ডানা দিত যদি
হতাম উড্ডীন।

এই ভেবে দিন যায়,
দিন যায়
দিন ॥

একাকার

দেশসুদ্ধ লোক যতদিন
খেতে পায় নি
কমলালেবু—
খান নি লেনিন

এই গল্প
বলেছিলেন ধর্মভীরু বাবার বন্ধু
আমার তখন বয়স অল্প

পরে যখন বড় হলাম
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে
জড়িয়ে গেল লেনিনের নাম

চতুর্দিকে তুমুল তর্ক
কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে
কমলালেবুর ছবিও নাকি
খাপ খায় না ভূগোলচিত্রে

আমার কাছে ছেলেবেলার
সেই গল্পই চিরসত্য
পৃথিবী আর কমলালেবুর
এক আকারে
লেনিনের নাম মৃত্যুঞ্জয় মনুষ্যত্ব ॥

জেলখানার গল্প

গাছ পাখি মাঠ ঘাট হাট দেখে
আসছিলাম চলে—

হঠাৎ পিছন থেকে
কে যেন চিৎকার করে ডাকতে লাগল
"কমোরে-ড!" 'কমোরে-ড!' ব'লে।

ফিরে দেখি চেনামুখ
দেখে থাকব হয়ত কোনো মিছিলে-মিটিঙে ;
মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি
ভাঙা গাল, একেবারে রোগা টিঙটিঙে
খাটো ধুতি, মার্কামারা খাঁকির হাফশার্ট।

কাছে যেতে মনে পড়ে গেল অকস্মাৎ—
এক সময় আমরা সব
একই জেলে একসঙ্গে ছিলাম,
মুখচ্ছবি মনে ছিল ;
কিছুতেই মনে করতে পারলাম না নাম।
আমার কপাল,
স্মৃতির অ্যালবামে যত ছবি।
সব নাম-মোছা।

বেঞ্চিতে বসলাম আমরা
এসে গেল তক্ষুনি দুটো চা—
গরম গেলাস দুটো ভাঙাচোরা টেবিলে বসিয়ে
পুরনো দিনের গল্প, সেও খুব রসিয়ে রসিয়ে,
বলা হল।
দাঁতে দাঁত দিয়ে সব ব'সে থাকা
কিছুতে না-খাওয়া,

সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার গ্যাসের জন্যে, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—
তবু কী আনন্দে, ভাবো,
কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।
বলতে বলতে জল আসে আমাদের দুজনেরই চোখে।
মুখগুলো ভেসে ওঠে ; মনে পড়ে
প্রভাত-মুকুল-সুমথকে।

তারপর ওঠে
আজকের দিনের কথা।
কে কোথায় আছে,
কে কী করছে—এই সব। দেখা গেল,
ভয়টা ছোঁয়াচে।

দুজনেই চুপ, কিছু ভাঙতে চায় না দুজনের কেউ।
কে আজ কোথায় আছি কোন্‌দিকে
কোন্ তরফে— যেই বলা,
অমনি প্রকাণ্ড একটা ঢেউ
টে এসে
দুহাতে দুজনকে তুলে
দিলে এক প্রচণ্ড আছাড়।

সামনে দেয়াল শুধু,
লোহার গরাদে ধরে
বাইরে দাঁড়িয়ে অন্ধকার।
চেয়ে দেখি, আমরা আবার সেই পাশাপাশি সেলে।

নিজেদের জালে বন্দী ; নিজেদেরেই তৈরি-করা জেলে॥

ভাল লাগছে না

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

এ জন্যে নয় যে,
দু দুটো যুদ্ধের পরেও
স্বাধীনতার যুদ্ধে আজও
মানুষ মাছির মতো মরছে।

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

এ জন্যে নয় যে,
সভ্যতার মুখোশ খসিয়ে ফেলে
শয়তান বর্বরের দল
হিংস্রতায় জানোয়ারদেরও হার মানাচ্ছে।

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

এই জন্যে যে,
রাক্ষসদের হাড় একদিকে, মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ
থম্‌কে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে
রামলক্ষ্মণের চুলোচুলি।

আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না—

যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি॥

সুখে থাকো

রোদে জ্বলছে জি-টি রোড।
ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দে ডুবছে উঠছে বিড়ির দোকানে
আলী আকবরের স্বরোদ।
'যাবে গো' 'যাবে গো' ব'লে হাঁক দিচ্ছে সমানে ক্লীনার।

চটপট চা-পান সেরে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ভাঁড়
ড্রাইভার বসেছে সীটে;
ঠিক তার পাশটিতে মুখ টিপে দাঁড়িয়ে
সূর্যদেব নিজমুখ দেখছেন আরশিতে
সমানে কাতরাচ্ছে হর্ন্
ভ্যাপ্‌পো ভ্যাপ্‌পো ভ্যাপো।

ভেতরে প্রচণ্ড ভিড়; বেঞ্চি জুড়ে কোলে-পো কাঁখে-পো
অম্বিসার
ষষ্ঠী মা-ঠাকরুন।
এ-কোণে বড়াই বুড়ি নিজে বাছচে মাথার উকুন।
পাশে এক ম্লেচ্ছ ব'সে—
তাই

প্যাচার মতন মুখ করে ঠেলছে
নামাবলী-গায়ে-দেওয়া পুরুতমশাই।

পা তুলে একালষেঁড়ে, ধুতি তুলে হাঁটুর ওপর,
পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি, কোলে ট্রানজিস্টর রেডিও,
হাতে ছোট সাইজের টোপর ;
জানা গেল, ষষ্ঠ ছেলেটির ভাত এবং তৎসহ
ল্যাংড়া আম বড় ভালবাসেন বি-ডি-ও।
ছুটিতে শহর ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছে
নাইটের ছাত্র কিংবা কেরানি ওরফে—
বকলমে 'বি-ও-এ-সি' 'কে-এল-এম' রোমান হরফে।
এবার সত্যিই ছাড়ছে ; ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রবল।
নেমে যাচ্ছে কমলালেবু, ঠাণ্ডা জল, চুল-বাঁধার ফিতে,
খনার বচন, ছুঁচ, সেফটিপিন
এবং গোপালভাঁড়, খেলনার পিস্তল।

হঠাৎ ক্লীনার চুপ,
ড্রাইভার পেছন ফিরে আড়চোখে তাকালো,
বাঁ-হাত গীয়ারে স্তব্ধ, বোঁটাসুদ্ধ চূন ডান হাতে—
সকলে উৎসুক।

উঠে এল বীরদর্পে
অপরূপ
অনবদ্য মুখ

টিনের সুটকেস নেড়ে 'সুখে থাকো' লেখাটুকু
দোলাতে দোলাতে ॥

ছিন্নভিন্ন ছায়া

এ পথে ক্বচিৎ কদাচিৎ যায়
পোর্ট কমিশনারের রেল।

কাঠের স্লীপারে শুয়ে সারবন্দী
দুপুরে গড়ায়
রোদে-দেওয়া গেঞ্জি গামছা জাঙিয়া মেরজাই।

গলায় গর্দানে কণ্ঠী
মুণ্ডিতমস্তক চিংড়িহাটার ঘড়েল
(ঘাড় নোয়ালে
হুবহু কচ্ছপ !)
যেতে যেতে সেরে নেয় আর্দ্রবস্ত্রে ইষ্টনাম জপ—
রেলের লাইনে রেখে
গঙ্গাজলে সদ্যস্নাত খাঁচাসুদ্ধ টিয়া।

বলহরি হরিবোলে
আরো একদল এসে কাঁধ থেকে ইতিমধ্যে নামাল খাটিয়া।
শানের ওপরে কাঠকয়লার আঁচড়ে
বাঘবন্দীর ঘর কাটা ;
চোখ গুলিভাঁটা
সমানে কল্‌কেয় তোলে
নিভে-আসা চুল্লির আগুন।

ডোমের মেয়েরা বাছে পা ছড়িয়ে ব'সে
এ ওর উকুন।

মাঝিরা ঘুর ঘুর করছে,
জলে ধুচ্ছে ইলিশের জাল।
এ-ডাল ও-ডাল

লেগে থেকে সারাক্ষণ এ ওর পিছনে
চোর-পুলিশ
খেলছে তুটো ফিঙে।

আঁটিবাঁধা ভিজে খড়
ডাঙার রেলিঙে
সার বেঁধে বসে খাচ্ছে হাওয়া—
পর্বতপ্রমাণ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে
অদূরে খড়ের নৌকো।

ইনিয়ে বিনিয়ে
মৃদু তুলছে জোয়ারের জলে
ছিন্নভিন্ন ছায়া ॥

আমাদের হাতে

মার্কিনী গমের আগম নিগমে
কায়কল্প শেখায়
ওদের সদ্‌গুরু।

পয়সা দিয়ে ময়দানে ভিড় জমিয়ে
ওদের কালো চশমা
দিনকে রাত করে।

ওদের বাঁধানো দাঁতের কথাগুলো
বন্দুকের অনর্গল ধোঁয়ায়
বিলক্ষণ পরিষ্কার—
তুর্গাপুরে ফিন্‌কি-দেওয়া রক্তের ধারায়
ঠিক
জলের মতন সহজ।

আমাদের চোখ যত খোলে
মুঠো তত শক্ত হয়।

ওরা বেচতে চেয়েছিল ডলারে,
আমার বুকের রক্ত দিয়ে
কিনে নিয়েছি।

ওরা ফেলে দিয়েছিল,
আমরা তুলে নিয়েছি।

স্বাধীনতার পতাকা, দেখ—
এখন
আমাদের হাতে॥

হতেই হবে

নৌকোয় জল উঠছিল সমানে।
আর আমরা সেই জল
ছেঁচতে ছেঁচতে চলেছিলাম।
অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছিল না কোন্‌দিকে ডাঙা।
স্থচিমুখ বৃষ্টির ফোঁটায়
ঝাঁঝরা হচ্ছিল আমাদের ফুসফুস।
ঠাণ্ডায় হাতে পায়ে খিল ধরে এলেও
আমরা থামি নি।

তারপর ?

তারপর আকাশে রোদ হাসল,
তারপর পারে এসে উঠলাম।

এই রকম হয়,
এ রকম হতেই হয়।
নইলে কিসের জীবন
আর মানুষই বা কেন ?

নজরুল, তোমাকে

ফুলের ফুরফুরে হাওয়া,
বনে মৌমাছির গুন্‌গুন্
—সমস্তই সাময়িক,
সারা বছরের ছবি নয়।

এও ঠিক,
সময় সময়
খর সূর্য
বর্ষায় আগুন।

কখনও কখনও
মাথার ওপর
মেঘ ডাকলে
ঘন ঘন চমকায় বিদ্যুৎ
উঠে আসে ঝড়।

যখন বাতাসে ঘূর্ণি
টান লাগে শিকড়ে শিকড়ে
তখন তোমাকে মনে পড়ে।

খুঁজি না রাস্তার নামে,
জানি নেই মর্মর মূর্তিতে—
তুমি থাকবে, তুমি আছ,
আমাদের নিত্য দুঃখজয়ের সংগ্রামে॥

পটলডাঙার পাঁচালী যাঁর

এমন মানুষ পাওয়া শক্ত
লেখার রাজ্য ঢুঁড়ে
এই নিচ্ছেন এবং কলম
এই ফেলছেন ছুঁড়ে

মাথায় আকাশ-ছোঁয়া যদিও
মাটিতে পা রাখেন
জমি জরিপ করেন আগে
পরে নক্‌শা আঁকেন।
ছদ্মনামে ছাড়িয়ে যান
মান্ধাতারও আমল
একালেও দেয় পাহারা যাঁর
নীলকমল লালকমল॥

যা চাই

এখনও অনেক দেরি
বসন্তের গলায় দুলিয়ে দিতে মালা—
জানি না অজ্ঞাতবাসে আর কতকাল করবে
প্রতীক্ষা ফাল্গুন।

আকাশ দুহাত দিয়ে ঢেকে আছে মুখ,
চোখে বিদ্যুতের জ্বালা ;
থেকে থেকে
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে জোনাকির শরীরে আগুন।

আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋতুচক্র ;
কাল নিরবধি।
চোখের পাতায় স্বপ্ন সমুদ্রের,
পায়ের পাতায় লেগে লেগে
মাটি ভাঙে ;
কী উল্লাসে নাচতে নাচতে ছুটে যায়
নদী।
আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই
কলকল্লোলিত সে আবেগে।

তোমাকে যে কথা আমি বলতে গিয়ে
হার মেনে
ফিরে ফিরে আসি :
কানে কানে গুন্ গুন্ ক'রে বলা যেত
যদি আমি
হতাম ভ্রমর।
এখন অনেক দূর থেকে
একা
মনে মনে বলছি আমি :
'ভালবাসি'।
তুমি শুনতে পেলে

কোনো দৈববাণী ?
অথবা আমার কণ্ঠস্বর ?

এ সংসারে
দিনে রাত্রে
দেহ বলো, মন বলো
যখন যা চাই—
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা,
করো সব কিছুর যাচাই ॥

নাটক

সুযোগ এবং সুবিধায়
সমানে সমান হোক দশ ভাই
কেন পাবে কেউ খুব বেশি, কেউ
খুব কম ?

যারা এই কথা ভাবল—
ছিল না তাদের শুধু হাত, শুধু কলম।
যেই তারা সারা পৃথিবীটাকেই
ঢেলে সাজবার পক্ষে
হাতেকলমেও হাজির করল প্রমাণ—

অমনি তাদের
থাকল না আর রক্ষে।
রাজার বাড়িতে রব উঠে গেল সাজ-সাজ ;
ছোটে চৌদিকে লাঠিয়াল বরকন্দাজ।

হাতে নিয়ে পরোয়ানা
কড়া নাড়তেই
দরজায় যায় দেখা—
এসে দাঁড়িয়েছে ভাই-দাদা-বাবা-কাকা।

কার হাতে হাতকড়া লাগাবে সে
কাকে সে করবে আটক ?

তখন সে এক নাটক ॥

সর্ষে

ডেকে বলে এক চোট্টা,
'আরে রামো রামো,
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কেন মিছে ঘামো—
তার চেয়ে এসো
নিয়ে যাও এই নোট্‌টা

তারপর কিবা ধুমধড়াক্কা
চারমণ তেল পুড়ল পাক্কা।
লারে-লাপ্পায় কানে ভোঁ লাগিয়ে
জোর্‌সে
চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলল সর্ষে

হুঁশ হতে দেখি ধুরন্ধর সে চোট্টা
মেরে নিয়ে গেছে
আগামীবারের ভোটটা ॥

ছত্রী

ঘরের বাইরে হুড়ুম হুড়ুম
শুনতে পাচ্ছি আওয়াজ।
সারাটা দিন যেন কাদের
চলেছে কুচকাওয়াজ।
বিকেল হলে (বেলা চারটে নাগাদ)
জানলা দিয়ে তাকাই—

আয়ে আরে হল একি!
বিরাট সেই বাহিনী দেখি
খুলে ফেলেছে যে যার কালো খাপ।

ভয়ে চমকে উঠে
দুপাশ থেকে খসে পড়ল
দু তিন জোড়া ইয়া লম্বা সাপ।

তারপরেতে সটান
যা থাকে কুলকপালে ব'লে
বিরাট সেই বাহিনী যেই
মাটিতে দিল লাফ—

মহানন্দে ধরে ফেলল ঠ্যাং
পুকুরপাড়ে অপেক্ষমাণ
হাজার কুড়ি ব্যাং॥

পুপের নয়

গড়গড়িয়ে রেলের গাড়ি
পুপে গেছে মামার বাড়ি।
পুপের মা পালোয়ান
গায়ে জড়িয়ে আলোয়ান
ধুঁকছে—

ব'লে উঠল ময়না
পুপের আজ নয় না ?
মামা করছে আয়েস
মামী রাঁধছে পায়েস।

পুপে বেড়ায় এদিক ওদিক
কিন্তু তার চেয়ে অধিক
শুঁকছে—
পুপের বাবা
বাড়িয়ে থাবা॥

সিনেমামা

এক ডুব
দুই ডুব
তিন ডুব দেবার কালে-

উঠে এল
ছবি যে এক
পুপের মা-র জালে।

দেখে পুপে লাফায়
কড়ায় তেল চাপায়।

কোথেকে
এক কুমির এসে
পুরে ফেলল গালে॥

পুপের মা-র গল্প

সন্ধেটা তার ভরতেই হয়
গল্পেতে
পুপে কিছুতেই খুশি নয়
অল্পেতে।

পুপের মা কী করে—
কল্‌কেতা শহরে!
উঠে ভোরে
গল্প ধরে
কল-পেতে।
গল্পগুলো জ্যান্ত
পুপে সেটা জানত।
এক সন্ধে
গেল ছুটে
জল কেটে।

কেন দিল রাগিয়ে
পুপে ঘুষি বাগিয়ে
কপালদোষে
মারল ক'ষে
তলপেটে॥

বদ্যি এল ছুট্টে,
ব্যাপার বিদ্‌ঘুট্টে—
দেখে তুটো
বড় ফুটো
কল্‌জেতে।
বদ্যি ছিল রক্ষা
নইলে পেত অক্কা
ঘড়ি ঘড়ি
খেল বড়ি
খল চেটে।

সাম্‌লে সেই ধাক্কা
তুটি মাস পাক্কা
লেগে গেল
গায়ে ভালো
বল পেতে।

•

পুপে মুখ শুকিয়ে
দেখে যেত লুকিয়ে
কাঁচের গ্লাসে
চাইছে না যে
ঘোল খেতে।

সেদিন পুপে অবাক! দেখে
গল্পটি
সরিয়ে ফেলে কপাল থেকে
জল-পটি—

উঠে কাঠের মইতে
পুপের মা-র বইতে

যত ইচ্ছে
টান দিচ্ছে
কল্‌কেতে ॥

তানসেন গুলি

হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে—
দেখলেন তো, টিপ!
চারের গোলা জলের ঠিক কোন্ জায়গায় পড়ল
শিখুন, শিখে নিন!
বুড়ো হাড়ে, এখনও ভেল্‌কি খেলে, মশাই—
দেখলেন তো
কব্জির জোর!

চারগুলো এখন ডুবে-ডুবে ডুবে-ডুবে
টোপের মুখ বরাবর
ফুসলে আনবে।
আহা, কী চার! কী গন্ধ!
কার হাতের মাথা দেখতে হবে তো!

হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে—
দেখলেন তো, আমার সেরেস্তা
সইবহরে একেবারে সেই কোন্‌খানে গিয়ে পড়ল
শিখুন, শিখে নিন!
দেখলেন তো কব্জির জোর!
এক কাঁটায় পিটুলি, এক কাঁটায় রুটি ;
মাছ গপ্ গপ্ ক'রে খাবে।
ফাৎনা ডুবিয়েছে কি টেনেছি

আর একবার দেখে নেবেন তখন কব্জির জোর।
তারপর হাঁটতে হাঁটতে
হাঁটতে হাঁটতে
হাতিবাগানে মিষ্টি
নিউমার্কেটে শাড়ি

তা র প র বাড়ি।
হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি ক'রে ॥

রোমাঞ্চ-সিরিজ

আদরে মাথায় চড়ে গিয়েছে রামখোকা
এখন নামাতে গিয়ে মাথাটাই কাটা
যায়, দাদা ! সময়ে বাছো নি কেন পোকা ?

কাজ ফুরোতেই পাজী যে ছিল পা-চাটা !
তুমি যে ঢাকের বাঁয়া ছিলে তার, বোকা।
শ্রীমুখে খেউড় শুনতে গায়ে দিত কাঁটা।

বিষবৃক্ষে ভয় পাও ? তোমারি তো বীজ।
পয়দা করো বাদশা আর বেগমসাহেবা—
হাতে গণতান্ত্রিকের কবচ-তাবিজ।

গাছে তুলে মই কাড়ছ এখন বারে বা।
দল থেকে করো যাকে যতই খারিজ,
অন্ধকারে, গজদন্তে তৈরি মিনারে বা

চলছে চলবে মঞ্চে তার রোমাঞ্চ সিরিজ ॥

বাড়িয়ে বাড়িয়ে

পা বাড়ালেই
　　পিচ-ঢালা রাস্তা

আমরা চলে' চলে'
চলে' চলে'
　　ক্ষইয়ে ফেলেছি

চাপা-পড়া ধোঁয়াগুলো
উঠে উঠে
এখন পদে পদে
　　আমাদের রুখছে।

হাত বাড়ালেই
　　প্রাণঢালা ভালবাসা

আমরা চেয়ে চেয়ে
চেয়ে চেয়ে
　　ফুরিয়ে ফেলেছি

চাপা-পড়া কথাগুলো
উঠে উঠে
এখন পলে পলে
　　আমাদের বিঁধছে ॥

দেখ, মাস্টের !

সাদা। কালো
কালো। সাদা

চৌষট্টির টানাপোড়েনে ,
বারো কুঠুরির বেড়াজাল
তার মধ্যে জমিয়ে আসর
চার কামরার দমঘর

সেইখানে জোর যার
মুলুক তার

সব বল বার করেছি হে
রাজাকে পুরেছি কেল্লায়
বড়েগুলোকে টিপে দিয়েছি
ঘর বরাবর সামনে

মন্ত্রী মরেও পার পাবে না হে
ঘুঘু পড়েছ ফাঁদে

এই চালে চা
এই চালে চট

দেখ মাস্টের,
গা-ঢাকা দেওয়া উঠকিস্তিতে
এই বাব
শেষ চালে তোমাকে কেমন মাৎ করি

শুধু আজ ব'লে নয়

শুধু
আজ ব'লে নয়—

রোজ

আমি তো হাসতেই চাই
আমারই গরজ।
ফুল কিনতে
পায়ে হেঁটে যে পয়সা বাঁচাই,
রেখে আসতে হয়
পথ জুড়ে হাঘরে হাভাতে
অস্থিসার হাতে।

শুধু
আজ ব'লে নয়—

খালি

আমি তো দিতেই চাই
আনন্দে হাততালি।

স্বপ্ন বন্দ
যে করেছে লাভ আর লোভের খাঁচায়
বাঁধা রাখতে হয়
তার কাছে সব গান
কলকারখানা খনি বাগিচা বাগান।

শুধু
আজ ব'লে নয়—

রোজ

আমি তো বাঁচতেই চাই
আমারই গরজ।

তাই
স্বাধীনতা বুকে ক'রে
অক্ষরে অক্ষরে
আমার লড়াই॥

জলদি জলদি

জলদি জলদি···
হ্যাট হ্যাট
জলদি জলদি

এখন একটু পা চালিয়ে
জলদি জলদি চলো—
মুখে খই ফুটিয়ে
আমরা খুইয়ে ফেলেছি সময়

রাজা উজির যাকে যেমন মারতে হয় মারো—
কিন্তু মনে রেখো, ময়দান জুড়ে
আকাশ মাথায় ক'রে চাই
সারিবদ্ধ

ঘাস বিচালি ঘাস
ঘাস বিচালি ঘাস···

ডানায় ভর দিয়ে
আমার ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগা
শব্দগুলো
গন্ধে গন্ধে উড়ে এসে বসুক একবার
মাঠের নবান্নে
শুনেছি এর ঘাড়ে ও, তার ঘাড়ে সে
শুনেছি সাদা-ভূত কালো-ভূত
শুনেছি ভূতের বেগার
আর কড়ির পাহাড়
শুনেছি জগদ্দল পাথরের কথা

ও ভাই, ওখানে দাঁড়িয়ে কে
হাপরের ওঠাপড়ায়
ফোঁস ফোঁস করছে আগুন
ও ভাই, দাঁড়িয়ে কেন
নেহাইতে রক্তের মত লাল
গনগনে লোহা

আমি সাঁড়াশি নিয়ে বাগিয়ে ধরি
আর তুমি বিশ্বাসের তালে তালে
ঘা দাও

সময় যায়
যা করতে হবে
জলদি জলদি
সব জলদি জলদি করো ॥

ভালবাসার মুখ

আমার যাওয়া
আর না যাওয়ার মাঝখানে
দোল খাওয়া একটা সময়
নিচে তাকিয়ে দেখি সবাই
যে যার জায়গায়
স্থির হয়ে আছে

আমার মানা
আর না-মানার মাঝখানে
একটা সংশয়

সেখানে তাকিয়ে দেখি
কী আশ্চর্য
আমার ভালবাসার মুখ

যা রয়েছে, দেখ
তাকে বাতিল ক'রে দিচ্ছে
যা নেই ॥

তোমাকে দরকার

তোমাকে আমার এখন খুব দরকার
বাইরেটা তছনছ হচ্ছে, দেখ
উল্টোপাল্টা হাওয়ায়

মাঝে মাঝে যেমন ক'রে
তুমি গুছিয়ে দাও
আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া টেবিল
যেমন করে বার ক'রে আনে
অসম্ভব সব জায়গা থেকে
আমার জরুরী দরকারের
উধাও হওয়া কাগজ

যেমন করে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে জুড়ে
রঙীন সুতোয়
আমাকে বানিয়ে দাও ফুলতোলা বাহারে কাঁথা

তেমনিভাবে আমি চাই
তুমি আমার এই ছেঁড়াখোঁড়া
নিরুদ্দিষ্ট বল্গাহীন কথাগুলোর ড্যানা ধ'রে ধ'রে
যেখানে যার থাকার
সেখানে তাকে বসিয়ে দাও

বাইরেটা তছনছ হচ্ছে উল্টোপাল্টা হাওয়ায়
তুমি এখন কোথায় ?

হাঙ্গেরীয় কবি পেতফির তিনটি কবিতা

চীরবাসে বীর

কবিতাকে পারি আমিও পরাতে পোশাক
ধোপদুরস্ত ছন্দে চোস্ত মিলে
পেতে পারে যাতে দস্তুরমত হুঁকো সে
যেকোনো সময় মজলিশে মহফিলে।

আমার ভাবনা বেড়ায় না গায়ে ফুঁ দিয়ে
কাটায় না দিন ফুর্তিতে মজা লুটে
সেজে ফিটফাট টেরি-কাটা ফুলবাবুটি
ফুলে ফুলে মধু খায় না সে খুঁটে খুঁটে

আমি নিশ্চল, গর্জে ওঠে না কামান
পুরু হয়ে তাতে স্বপ্নের জং ধরে
থামে নি যুদ্ধ, বদলেছে শুধু অস্ত্র
মানুষের হয়ে মানুষের মন লড়ে।

পল্টনে নাম লিখিয়েছে যারা, তাকাও!
পতাকা আমার উড়ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে
কবিতা আমার পদাতিক···কাঁধ মিলিয়ে
পা ফেলে জোয়ান তালে তালে চারপাশে।

উলিঢুলি বেশ, তবু কী অসীম সাহসে
কঠিন আঘাত প্রাণপণে যায় হেনে
পরিপাটি সাজ নয় কো বীরের ভূষণ
বীরত্ব দিয়ে লোকে যোদ্ধাকে চেনে।

আমার কবিতা আমি মিশে গেলে মাটিতে
রবে কি রবে না, তাতে গেছে ভারি বয়ে
আমার কবিতা লড়ে সম্মুখ সমরে
দিতে হলে দেবে প্রাণ, পিছোবে না ভয়ে

যা থাক কপালে, পবিত্র এই পুঁথিতে
চিরশান্তিতে ঘুমোবে আমার কথা
জেনো, এখানেই মিলবে বীরের সমাধি
যাদের মাথার মণি ছিল স্বাধীনতা ॥

পাহাড়ে গা তোলে গোলাপ

পাহাড়ে গা তোলে গোলাপের মঞ্জরী,
কাছে এসো, বুকে বুক বাঁধো, সুন্দরি
কানে কানে বলো ভালবাসি ভালবাসি
বাঁধভাঙা সুখে আমি হই বানভাসি।

দানিয়ুবে দেয় গা এলিয়ে দিনমণি
কী পুলকে জলতরঙ্গে জাগে ধ্বনি,
তোমাকে দোলাই বুকে নিয়ে, তাই দেখে
সূর্যকে নদী দোল দেয় থেকে থেকে।

দ্যুলোকে যতই করুক না টিক টিক
বলুক যতই আমি ঘোর নাস্তিক
বুকে মুখ রাখি, হৃদ্‌স্পন্দন শুনি···
শুরু হয়ে যায় বোধন, আলাই ধুনি ॥

ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়ে যায়....

ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়ে যায়, ফুরালো সময়—
ছেড়ে চলে যায় তারে আজ যারে দিয়েছি হৃদয়,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি !

আকাশের কোলে সারা গায়ে চাঁদ ঢালে কুঙ্কুম,
আমাদের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চোখে নেই ঘুম,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতম
মনচোরা ছোট পাখিটি।

পড়ে টুপটাপ শিশিরের ফোঁটা পাতাহীন ডালে,
সমানে অশ্রু গড়ায় তোমার আমার দুগালে,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি।

একদা আবার খালি ডাল ভ'রে উঠবে গোলাপে,
কে জানে, হয়ত হঠাৎ দুজনে দেখা হয়ে যাবে,
বিদায়, মধুরা
বিদায়, আমার অন্তরতমা
মনচোরা ছোট পাখিটি।

ভিয়েতনামের কবিতা

স্বপ্ন

তে হান

ভাঙলে স্বপ্ন তুমি যে-কে সেই
সুদূরে
দেয়ালের গায় ঠিক্‌রোয় রোদ—
সকাল।
উদয় অস্ত ডুবে থাকি আমি
কাজে
রাত্রে আমার হৃদয়ে আসীন
তুমি।
দিনমানে আমি বাস করি
উত্তরে
রাত্রির নীড় বাঁধি আমি
দক্ষিণে।
তুমি আর আমি যখনই যেখানে
থাকি
আমরা দুজনে পরস্পরের
কাছে।
দিন উজ্জ্বল স্বপ্নের ছোঁয়া
লেগে॥

হাতে মাত্র চোখের এক পলক সময়

ঝুলতে ঝুলতে একজন
হাত ফস্‌কে
উল্টে পড়েছে রাস্তায়।

তার টিফিনের খালি কৌটোটা
মুখ খুলে
গেল গেল শব্দে গড়াতে গড়াতে
খোয়া-ওঠা বড় বড় গর্তের একটাতে গিয়ে
পিল হল।

যেদিকে আওয়াজ
সব চোখ সেইদিকে।

পেছনে
ব্রেক কষার ঝাঁকুনি খেয়ে
থেমে গেছে আমাদের গাড়িটা।
উইণ্ডস্ক্রীনের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি
প'ড়ে থ' হয়ে গেছে লোকটা।
স্টপে দাঁড়ানো স্টেটবাসের ড্রাইভার জানেই না
তার নাকের নিচে
যমদূতের মত ডান চাকায়
লোকটার ডান রগ ছোঁয়ানো।

ভয়ে চোখ বন্ধ ক'রেও
আমি দেখতে পাচ্ছি কণ্ডাক্টরের হাতে
টান টান হয়ে আছে ফাঁসির দড়ি
যতক্ষণ দুটো ঠুন ঠুন আওয়াজে
আমার হৃদ্‌স্পন্দন না থেমে যায়
ততক্ষণ
একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্যে
মনে মনে
তাকে সাহস দিচ্ছি।

ভারী দুরমুশ পেটাবার শব্দে
আমার বুকের ঘড়িতে বেজে চলেছে
টিক্
টিক্
টিক্।

লোকটা উঠছে না।

ড্রাইভার মুঠো ক'রে ধরেছে গিয়ার
কণ্ডাক্টরের হাতে ফাঁসির দড়ি
আমার বুকের ঘড়িতে
টিক
টিক
টিক।
লোকটার হাতে মাত্র
চোখের এক পলক সময়॥